রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৫০-আইন/২০২৬।—সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ১৯ নং আইন) এর ধারা ৬২ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

১। বিধি ২ এর উপ-বিধি (১) এর—

(ক) দফা (ট) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (টট), (টটট) এবং (টটটট) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(টট) "নৌযানের দুর্ঘটনা" অর্থ সামুদ্রিক বা উপকূলীয় এলাকায় নৌযানের সঙ্গে সংঘটিত এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যাহা প্রাণহানি, আহত হওয়া, সম্পদের ক্ষতি বা পরিবেশগত ক্ষতির কারণ হয় [যেমন- নৌযান ডুবে যাওয়া, সংঘর্ষ (collision), অগ্নিকান্ড, স্থলভাগে আটকে পড়া (grounding), বিস্ফোরণ, ইত্যাদি];

(টটট) “নৌযানের যান্ত্রিক ত্রুটি” অর্থ নৌযানের ইঞ্জিন, যান্ত্রিক অংশ, নেভিগেশন বা শক্তি সংক্রান্ত কোনো প্রধান উপকরণের ত্রুটি, বিকল বা ক্ষতি হওয়া যাহার ফলে নৌযান স্বাভাবিকভাবে চলাচল করিতে, মাছ ধরিতে বা নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিতে অক্ষম হয় [যেমন- ইঞ্জিন বিকল হওয়া, স্টিয়ারিং সিস্টেম অকেজো হওয়া, ইত্যাদি];

(টটটট) “পার্স সেইনার” অর্থ Exclusive Economic Zone (EEZ) এর ২০০ (দুইশত) মিটারের অধিক গভীর সমুদ্র ও ভারত মহাসাগরের আন্তর্জাতিক জলসীমায় পার্স সেইন এর মাধ্যমে টুনা ও টুনা জাতীয় পেলাজিক মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযান;”;

(খ) দফা (ঢ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ঢঢ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“(ঢঢ) “লং লাইনার” অর্থ Exclusive Economic Zone (EEZ) এর ২০০ (দুইশত) মিটারের অধিক গভীর সমুদ্র ও ভারত মহাসাগরের আন্তর্জাতিক জলসীমায় লং লাইন এর মাধ্যমে টুনা ও টুনা জাতীয় পেলাজিক মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযান;”;

(গ) দফা (ণ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ণণ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

“(ণণ) “সহায়তাকারী জাহাজ” অর্থ Exclusive Economic Zone (EEZ) এর ২০০ (দুইশত) মিটারের অধিক গভীর সমুদ্র ও ভারত মহাসাগরের আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও টুনা জাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে নিয়োজিত লং লাইনার ও পার্স সেইনার জাহাজে ব্যবহারের জন্য জ্বালানি, খুচরা যন্ত্রাংশ, খাদ্য সামগ্রী, কর্মরতদের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, আহরিত মৎস্য এবং, বিশেষ প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট ক্রু স্থানান্তর ও পরিবহনে সহায়তাকারী জাহাজ (Support Vessel);”।

২। বিধি ৩ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে সেমিকোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (গ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(গ) জলজ পরিবেশে অন্যান্য কার্যকর এলাকা ভিত্তিক সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা—এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "জলজ পরিবেশে অন্যান্য কার্যকর এলাকা-ভিত্তিক সংরক্ষণ **[Aquatic Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM)]**" অর্থ জলজ জীববৈচিত্র্যের স্বাভাবিক পরিবেশ (in situ) দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণ, বাস্তুতন্ত্রের কার্যকারিতা ও সেবা রক্ষা, স্থানীয় সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ বজায় রাখিবার নিমিত্ত সংরক্ষিত এলাকা ব্যতীত জলজ পরিবেশের একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা সঠিকভাবে পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান।";

(খ) উপ-বিধি (৬) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (৭) সংযোজিত হইবে, যথা:-

"(৭) মৎস্য নৌযানের মালিক বা তাহার প্রতিনিধি মৎস্য নৌযানে বাইক্যাচ হিসাবে আহরিত জাটকার তথ্যাদি লিখিতভাবে ঘোষণার মাধ্যমে পরিচালক (সামুদ্রিক) বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রদান করিবেন এবং পরিচালক (সামুদ্রিক) বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাইক্যাচ হিসাবে প্রাপ্ত জাটকার বিষয়ে উপ-বিধি (৪) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"।

৩। বিধি ৪ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত “৫ (পাঁচ)” সংখ্যা, বন্ধনি ও শব্দের পরিবর্তে “১০ (দশ)” সংখ্যা, বন্ধনি ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত “বা” শব্দের পরিবর্তে “উৎপাদনের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক চিংড়িসহ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-বিধি (৪) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে কোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“তবে শর্ত থাকে যে, Exclusive Economic Zone (EEZ) এর ২০০ (দুইশত) মিটারের অধিক গভীর সমুদ্র ও ভারত মহাসাগরের আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা বা টুনা জাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণের জন্য লং লাইনার বা পার্স সেইনার পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণে সক্ষম মৎস্য নৌযান ভাড়া, আমদানি বা নির্মাণের অনুমতি বা লাইসেন্স প্রদান এই বিধির আওতাভুক্ত হইবে না।”।

৪। বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে কোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

“তবে শর্ত থাকে যে, ইতোমধ্যে প্রস্তুতকৃত জাতীয় মৎস্য নৌযান রেজিস্টার, নৌযানের প্রকৃতি অনুযায়ী পৃথক-পৃথক হইবে এবং উক্ত রেজিস্টার ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করিতে হইবে।”।

৫। বিধি ১০ এর উপ-বিধি (২৭) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (২৭) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(২৭) যান্ত্রিক ও আর্টিসানাল মৎস্য নৌযানের প্রকৃতি বা ধরন পরিবর্তন করিয়া ট্রলিং করিতে পারিবে না এবং সংশ্লিষ্ট নৌযানের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণ করিতে পারিবে না।”।

৬। বিধি ১৮ এর—

(ক) উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত “স্ট্যাকিং শীট” শব্দগুলির পরিবর্তে “স্ট্যাকিং শীট (ফিশ হোল্ডের মৎস্যের সার-সংক্ষেপ)” শব্দগুলি, বন্ধনি ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(৫) লং লাইনার বা পার্স সেইনার পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র ব্যতীত, মৎস্য আহরণে প্রতিবার সমুদ্রযাত্রার সর্বোচ্চ মেয়াদ হইবে ফ্রিজারসহ বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) দিন, নন-ফ্রিজার বা আইসসহ বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে ১৫ (পনেরো) দিন এবং আইসসহ যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে ১০ (দশ) দিন।”;

(গ) উপ-বিধি (১১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(১১) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নৌযানের যান্ত্রিক ত্রুটি, নৌযানের দুর্ঘটনা বা জনবলের মৃত্যুর কারণে সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্রের মেয়াদ সমাপ্ত হইবার পূর্বে বন্দরে আগমন আবশ্যক হইলে বন্দরে আগমনের অন্যূন ১৮ (আঠারো) ঘণ্টা পূর্বে সংশ্লিষ্ট মৎস্য নৌযানের অবস্থান উল্লেখ করিয়া পরিচালক বরাবরে আগমনী বার্তা প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে আহরিত মৎস্য খালাস না করিয়া, পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্রে প্রত্যয়ন গ্রহণপূর্বক, অবশিষ্ট দিনের জন্য পুনরায় সমুদ্র যাত্রা করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোনো প্রত্যয়ন প্রদান করা হইলে উহা পরিচালককে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, আহরিত মৎস্য খালাস করিতে চাহিলে বা খালাস করা হইলে বিদ্যমান সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্রের মেয়াদ সমাপ্ত হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “প্রাকৃতিক দুর্যোগ” অর্থ এমন কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা বা পরিবেশগত বিপর্যয়, যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে থাকায় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ বা নৌযান পরিচালনায় গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় [যেমন- ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, সুনামি বা অনুরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ইত্যাদি]।”।

৭। বিধি ১৯ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত “ডকে” শব্দের পরিবর্তে “ডেকে” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত “গ্রেড” শব্দের পর “(চিংড়ি ট্রলারের জন্য)” বন্ধনি ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৮। বিধি ২৩ এর উপ-বিধি (১) এর—

(ক) দফা (ঝ) এর শেষে উল্লিখিত “এবং” শব্দ বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (ঞ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে সেমিকোলন চিহ্ন ও এবং শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ট) সংযোজিত হইবে, যথা:—

“(ট) প্রাপ্ত গবেষণা বা জরিপের ফলাফলের যতটুকু সরকার অনুমোদন করিবে ততটুকুই প্রকাশ করা হইবে মর্মে অঙ্গীকারনামা।”।

৯। বিধি ২৮ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত “সংযুক্ত করিয়া” শব্দগুলির পর “অনধিক ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বরাবর এবং মহাপরিচালকের কোনো আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট আদেশের কপি সংযুক্ত করিয়া অনধিক ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, বন্ধনিগুলি ও চিহ্ন সন্নিবেশিত হইবে।

১০। বিধি ৩১ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত "এই বিধিমালা জারির অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনির পরিবর্তে "সময় সময়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এইচ. এম. খালিদ ইফতেখার
যুগ্মসচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd